ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

[ওই যে 'হিরক বন্দর' বলে 'দোখ্‌নো'দের যে নদীমাতৃক শহর আছে, নদীর জলের খরস্রোত যে শহরের গা' ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সুন্দরবনের সোতা-ভারানি কিংবা গভীর সমুদ্রের জল শস্যকে যেখানে বিকিকিনি হয়— এইখানে সুন্দরবনের 'তকমা' লাগানো বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়ি।

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই মহকুমা শহরের রেলস্টেশনের কাছে 'জলট্যাঙ্ক' পাড়ায় ওঁর নিবাস। 'স্বজনভূমির আর্তি', 'সমুদ্র দুয়ার', 'সহিস'রা এখান থেকে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। দীর্ঘ পরিক্রমণ, দীর্ঘ ক্ষেত্র সমীক্ষণ, তাঁর নিজস্বতাকে পাঠকের মুখোমুখি বসিয়েছে। আমরা দায়ে পড়ে আর এক দায়িত্ববান সুন্দরবন প্রেমিক কথাশিল্পীর সাক্ষাৎকারে একাকার হয়েছিলাম। নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সাংবাদিক সাকিল আহমেদ এবং গবেষক রূপম প্রামানিক।]

সম. জি: কথা সাহিত্যক হয়ে ওঠার আগাম পূর্বাভাস কি ছিল?

ঝ. চট্টো: কথা সাহিত্যিক হয়ে ওঠার আগাম পূর্বাভাস আমিও জানিনা। লিখব এটাই ভাবিনি। কিন্তু কেন যে লিখতে গেলাম তাও জানিনা। তবুও কেন মানুষ যে লিখতে আসে সেটাও প্রশ্ন। ব্যক্তিগত, সামাজিক প্রশ্ন তো বটেই। কেন একটা মানুষ লিখতে আসে। না লিখে তো কত মানুষ বেশ আছে। এ প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছে নিজেকে খুঁজতে হয়। বোধ হয় যে যেমন জীবন যাপন থেকে আসে, তার থেকে যে বোধ বা দর্শন তাকে জারিত করে, সেটাই বোধ হয় তাকে চালিত করে পরবর্তীকালে। সে লিখবে না উকিল, ডাক্তার, মোক্তার হবে, না অন্য কিছু করবে।

সম. জি: কোন পারিবারিক আবহে জীবনের রসদ খুঁজেছেন; মানে, একটু পারিবারিক কথা বলুন?

ঝ. চট্টো: পারিবারিক কথা... মানে আমার যখন ছোটবেলায় একটু জ্ঞান জন্মায়, বোধহয় ৫/৬ বছর থেকে, তখন যা মনে হয়েছে, আমাদের পারিবারিক অবস্থাটা খুব দুর্বিসহ ছিল। আমরা যেখানে জীবন কাটিয়েছি, যে পরিবারে মানুষ হয়েছি— এদেশে অনেকেরই মতো, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অন্ন সংগ্রহ অনিশ্চিত ছিল। খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই রকম পারিবারিকতার মধ্যে কেন যে জন্ম হল— সে কথা মনে হত বারবার। এখন অন্ন সংস্থানের খানিকটা নিশ্চয়তা হয়েছে। এখন মনে হয়, ঐ অনিশ্চয়তার মধ্যে জন্ম হয়েছিল বলেই বোধ হয়

একটা অন্য পারিবারিকতা বা তাতে লেখালেখির রসদ বা যাতনা যাই বলি না কেন— সেটা এসেছে।

সম. জি: ব্যক্তিগত জীবনে বাবা কী করতেন?

ঝ. চট্টো: ব্যক্তিগত জীবনে বাবা অনেক কিছু করেছেন। এখন আবার স্কুলে পড়াশুনা, কলেজে পড়াশুনা, তারপর চাকরী বাকরী করতে গিয়ে এই বয়সে মনে হয়েছে— বাবা আমার থেকে অনেক বড় লেখক; অথচ একটুও লেখেন নি। কারণ তার জীবন সংগ্রাম ছিল কত কঠিন। তখন বাবার দারিদ্র আমাদের কষ্ট দিত। এখন মনে হয় সেগুলো খুব বড় সম্পদ— কারণ স্ট্রাগল-এর মধ্য দিয়ে এসেছে। বাবা বড়লোকের বাড়ি বাড়ি পুজো করত, মন্দিরে মন্দিরে ওদের বাধা ছিল পুজো করা। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় যে খাদ্যাভাব হল সে সময় যে সব সম্পন্ন লোক তাদের পৈতৃক দেবত্ব বা পারিবারিক মন্দিরে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন তা তাদের কমিয়ে দিতে হল। কারণ খাদ্যাভাবের জন্য নিজেরা খাবে কী আর মন্দিরে পূজার জন্য চাল খরচ বা করবে কী? ব্রাহ্মণের খরচই বা জোগাবে কীভাবে? অতএব, পূজাপাট কমে গেল,। তাই বাবা অন্য জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হল। অন্নের জন্য অন্ন বিক্রির জীবিকা অর্থাৎ ভাতের হোটেল করতে হয়েছিল। সেটা মামারা যোগাযোগ ক'রে করে দিয়েছিলেন। ভাতের জন্য ভাত বিক্রি— এ নিয়ে আমার একটা উপন্যাস আছে— 'পূবে মেঘ দক্ষিণের আকাশ'— এই বিষয়টা আছে। এত ভাতের কষ্ট পরিবারের, অন্ন বিক্রি করে অন্ন সংস্থান হচ্ছে। এই Contradiction-টা আমার পরে মনে হয়েছে।

সম. জি: অক্ষর, শব্দ ও বাক্যের তাণ্ডবে কথা সাহিত্যের দক্ষিণা বাতাসে নোনা জলের গন্ধ ছুটিয়েছেন— সহজে এবং অবলীলায়— কী করে এত সহজ হল?

ঝ. চট্টো: সহজ হয়েছে কি জানি না। এখন জনলেখক বা চিত্রকর বা খেলোয়াড়— যে যেটা ভালবাসে, বা সেই পরিবারে থাকে— বোধ হয় সেইটা থেকেই আসে। কিংবা লেখার ক্ষেত্রে— বিশেষভাবে পরিবেশ বা জীবনযাপন পদ্ধতি— প্রতিফলিত হয়। বাচ্চাদের ছবি আঁকতে দিলে প্রথমে উঠে আসে— পুকুর, একটা ঘর একটা কলাগাছ। একজন লেখক যখন লিখতে আসে, সে তো চারপাশের চেনা জিনিষগুলি নিয়েই প্রথমে লিখবে। সেই চেনা জিনিসের মধ্যে যে পরিবর্তন বা উত্তরণ দেখে, যে মা-মাসিকে সে দেখে আসছে, বৃদ্ধ বয়সে তাদের আর এক রকম দেখে। তখন সেটা তার বিষয় হয়ে যায়। যে ছোকরাকে

দেখছে— গুন্ডা, দাপুটে পরবর্তী সময়ে দেখা যায় তার সেই দাপুটে ভাব আর নেই। এইটাই তো বিষয় হয়ে যায়— সেই চরিত্র সম্পর্কে। লেখক এই পারিপার্শ্বিকতাকে নিয়েই তো লিখবে।

সম. জি: দোখ্‌নো'দের নাকি নিজস্ব ঘর নেই, নেই ঘরানা— আছে একবুক উপেক্ষা। সেই বেদনা নিরসনের স্বতন্ত্র্য অভিজ্ঞতা নির্দেশ করতে চেয়েছেন আপনি, আমাদের সেটা মনে হয়— আপনি কি মনে করেন?

ঝ. চট্টো: দোখ্‌নো'দের ঘর নেই মানে, আমাদের দক্ষিণে, সুন্দরবনে— এটা তো আবাদ থেকে ধীরে ধীরে বসবাস হয়েছে এক সময় তো জঙ্গলে আবৃত ছিল, জমি হাসিল করে বসবাস তৈরি হয়েছে; তা সেই অর্থে আমার মনে হয়, দোখ্‌নো'দের ঘর নেই মানে— এই যে শ্রেণি তৈরি হয়েছে কিংবা বসবাসের মানুষ তৈরি হয়েছে— ওদের মূলত আনা হয়েছিল, জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের জন্য। (তারও পেছনে, যারা একটু ভালভাবে বসবাস করতেন অন্য জেলা বা অন্য প্রদেশে)। দোখ্‌নোদের ঘর নেই সেটা খানিকটা মানা যায়, কিন্তু ঘরানা পুরোপুরি তৈরি হয়েছে। সেই জমি জায়গা ভূগোলকে ভিত্তি করে একটা নিজস্ব জীবনযাপনের ঘরানা তৈরি হয়েছে। যেমন ওখানকার জমি জায়গা রক্ষা করার জন্য অন্য জেলার লোক ওখানে উপপত্নী বা রক্ষিতা রেখেছে— রক্ষিতাকে দিয়ে সে জমি জায়গা সামাল দিয়েছে। সেই রক্ষিতার সন্তান-সন্ততিরা— তারা মনে করেছে— এটা একটা সিস্টেম আমার কিংবা আমার মাসির একাধিক স্বামী থাকতে পারে... তার সেই সন্তান— এটাকে ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছে এটাই সিস্টেম বা ঘরানা। পারিবারিক সূত্রে আমারও এক আত্মীয়াকে এরকম দেখেছি। আমর এক মাসতুতো দিদি, সে খুব সন্দরী ছিল— তার বড় জোতদারের বাড়ি বিয়ে হল— বিয়ে হবার পর মাসতুতো দিদির শ্বশুরকে দেখেছি— সে বড় জোতদার— তার নিজস্ব স্ত্রী থাকা সত্বেও অন্য এক বিধবা রক্ষিতা ছিল। আমরা ছোটবেলায় দেখতে যেতাম, যখন কিছুই বুঝি না— পরে মনে হয়েছে— ওখানকার জমি জায়গা, গরুবাছুর রক্ষা করার জন্য ঐ রক্ষিতা রাখাটা সামাজিক বাস্তবতা। এই ঘরানার মধ্যে তারও আবার সন্তান হয়েছে— সে মেনেও নিয়েছে। এবার তাদের বসবাসের জন্য নিজস্ব গান-বাজনা, কিংবা যে জেলা থেকে তাদেরকে transfer করা হয়েছে— সেই গান বাজনাও এসেছে। আমি জম্মুদ্বীপে দেখেছি, কোথায় মেদিনীপুরে তারা যাত্রা করেছিল... সেই যাত্রার form-টা সেখানকার এক বুড়ি (ঠাকুমা টাইপ) যে

তাদের নাতিদের শেখাচ্ছে— ওরে এই রকমভাবে ছোটবেলায় আমরা দেখেছিলাম— তোরা এইভাবে কর। ঘরানার mixture হয়েছে; আবার ঘরানা তৈরিও হয়েছে।

ময়ূরভঞ্জের যে পাহাড় দেশের লোকদের এনে জঙ্গল হাসিল হয়েছিল— সাঁওতালরা এখনও আছে— কালো তুলসীগাছের তলায় মাটির উঁচু ঢিবি করেছে— আমি বললাম এটা কী? ওরা বললেন— 'মারাংবুরুং'। কিন্তু একটা পাথর দরকার; কিন্তু যেহেতু গাঙ্গেয় অববাহিকার অনেক দূরে পাহাড়— এটা যেহেতু সমুদ্র উপকূল— বঙ্গোপসাগর— পাথর নেই তাই মাটিটাকে ঢিবি করে 'মারাংবুরুং' হিসাবে পুজো করে যাচ্ছে— একই তুলসীতলায় সাঁওতালরা। এইভাবে ময়ূরভঞ্জের সংস্কৃতি বলি আর ধর্মীয় বিশ্বাস বলি— পাথরের বিকল্প হিসাবে মাটির ঢিবিটাকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের মতো করে বিশ্বাসকে। অথচ সিঁদূর পরে, পাশাপাশি থাকে। অদ্ভুত সামঞ্জস্য-সমঝোতা।

সম. জি: শুরুতে আপনার দ্রোনাচার্য কে ছিলেন? মানে প্রশিক্ষক কে ছিলেন? বা কাকে লক্ষ্য করে আপনার সাহিত্য সাধনা সমৃদ্ধ হয়েছে?

ঝ. চট্টো: চেতনা বা সমৃদ্ধি কতটুকু হয়েছে, জানিনা। তবে কী, গল্প-টল্প, উপন্যাস যখন পড়ি, তখন হাতের কাছে তারাশঙ্কর পড়েছিলুম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু পড়েছিলুম। কেন পড়েছিলুম জানি না। অন্য কেউ হালকা ধরনের গল্প উপন্যাসের Prescription করলে পড়তুম কিনা জানি না— সেই সময় ১৯৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০ একটা প্রোগ্রেসিভ রাজনীতির প্রভাব এসেছে। স্কুল কলেজের মাস্টার মশাইদের মুখে মুখে শুনতাম— অন্য একটা চর্চা— অন্য একটা সংস্কৃতি — অন্য একটা পড়াশুনা। তাদের কাছ থকে শুনে শুনে বোধ হয় এই Prescriptionগুলো তৈরি হয়েছে। এবং আজকের অনেক কিছু দিনের এদিক ওদিক হলেও মনে হয় তারাশঙ্কর, মানিক-এর লেখাগুলো পড়েছিলাম বলেই আমার লেখা লিখতে সুবিধা হয়েছে। একক তবে কেউ দ্রোনাচার্য নন। কিন্তু কয়েকজন দ্রোনাচার্যের সংমিশ্রণ-ই আমায় নতুন পথ বাতলে দিয়েছে। প্রভাবিত ঠিক নয়, পথ খুঁজতে সাহায্য করেছে। আবার এও নয়, যে পথ খুঁজে পেয়েছি। আবার যে পথে লিখছি— সেটাও যে ঠিক তাও বলতে পারব না।

সম. জি: সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে আপনার — স্বজনভূমি, চরপূর্ণিমা, সমুদ্র দুয়ার, সহিস, জলের সীমানা— এই চার/পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে কোনটাতে আপনি না

বলা কথা বলতে পেরেছেন— কোনটা লিখে আপনার আত্মসন্তুষ্টি হয়েছে?

ঋ. চট্টো: এতবড় সুন্দরবন ছোটবড় নদী, দ্বীপ, উপদ্বীপ, ছোটবড় বসবাস— এই মনুষ্যগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর বসবাস— উপর থেকে মনে হয়— মোটামুটি কয়েকটি points-এ ঠিক। আবার এককভাবে এক একটি মানুষ এত রহস্যময়, নিজেই এক একটা দ্বীপ, নিজেই এক একটা সমুদ্র। যখন লিখতে গেছি— আমি একটু field work-এ বিশ্বাস করি— মনে হয়েছে এটা লেখা যায়— কিংবা লেখার পর মনে হয়েছে— সবটা বোধহয় ধরা হয়নি। এইজন্য অনেকগুলো নদী বা দ্বীপ যেমন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পর্কিত তেমনি কোন একটা লেখা আর একটা লেখার জন্য সংযোজন বা পথ খোঁজায়।

সম. জি: উদ্ধৃত পাঁচটি উপন্যাসের বাইরে আলাদা কোন গল্প সংকলন আছে কিনা?

ঋ. চট্টো: — এককভাবে ঠিক নয়; কমবেশি সব লেখাতেই সুন্দরবন টুকরো টুকরো ভাবে এসে গেছে। চেনা-জানা লোকজন, চেনা জানা ঘটনা এবং খানিকটা চিনি কিন্তু লেখাটা যখন হয়ে যায়, তখন মনে হয় অচেনা। কিংবা লেখা সমাপ্তির পর মনে হয় এটা হতেও পারে। উপন্যাস ছাড়া অনেক গল্পে সুন্দরবনের বিষয় আছে।

সম. জি: আগামী দিনে সুন্দরবন বিষয় নিয়ে নতুন উপন্যাস লেখার ভাবনা আছে?

ঋ. চট্টো: একটা দিন আমি দেখেছিলাম— একটা নৌকাকে ফেলে রেখেছে একটা চরে। কী জন্য ফেলে রেখেছে— জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বললেন— লোকটা কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘ উঠেছিল— তাই অপয়া— সে জন্য ফেলে রেখেছে। তাতে কাঠ আছে, অনেক কিছু আছে। meterial-ই Itself একটি সম্পদ। কিন্তু বাঘ উঠেছিল বলে সম্পদটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পচে যাচ্ছে— এগুলো কেন হয়? এই সব বিষয় নিয়ে যে লেখার ইচ্ছে নেই তা নয়, যেগুলো লিখেছিলাম ছোটগল্প: এটা বড় লেখা হতে পারে। আরও একটা এই যে সামাজিক বিপর্যয়, বা ভৌগোলিক বিপর্যয় এগুলো অন্য গল্প মানে সুন্দরবনের ওপরে। অতি সম্প্রতি আয়লার পরে আমি গিয়েছি আমার নিজস্ব জামা প্যান্ট নিয়ে কিছু দিতে টিতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম— গাঁট গাঁট জামাকাপড় কলকাতা বা বড়লোক মানুষরা দিয়েছেন— ওখানকার আয়লা বিধ্বস্ত মানুষদের জন্য। যখন সেই স্কুলটায় ওগুলো বিলি হচ্ছে, খিচুড়ি টিচুড়ি খাওয়ার পর, বড় বড় ম্যাক্সি, চুড়িদার, পাঞ্জাবী, বেলাউস পাচ্ছে, কিন্তু সে মেয়েটি চাইছে— আমাকে একটা শাড়ি দাও। দু'তিনটে গাঁইট খুলল, কিন্তু শাড়ি পাওয়া যায় নি। এতো

আলাদা গল্প হতে চায়। এ নিয়ে আমি লিখেছি। বেলবটস, চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে— সে তখন ভাবছে, কোলকাতার মেয়েরা কী শাড়ি পরে না। সুন্দরবন Itself তখন আলাদা বিষয় হয়ে যাচ্ছে। তারপর একটি ছেলে লাল ছ'পকেটি প্যান্ট পেয়েছে— তাকে পরের দিন দেখলাম সেই ভাঙা ঘরটায় কাদা, লাল প্যান্ট পরে আছে, তার উপর সূর্যালোক পড়েছে— তাকে এত ভালো লাগছে যে, সবাই বাহবা দিচ্ছে। আবার কেউ পরামর্শ দিচ্ছে , বাপ বয়সীদের বারমুডা দিয়ে, বলছে, এটা পরে চাষ করবে, মাটি কোপাবে। এইভাবে গল্পের phase-এ phase-এ সুন্দরবনে কেন অন্যজীবনে ও আসে। এ গল্প লিখে শেষ করা যাবে না। আরও লেখার যে ইচ্ছে নেই সেটা কে বলবে!

সম. জি: সুন্দরবন নিয়ে ভাবনাটা দায়ে না দায়িত্বে ভাবেন?

ঝ. চট্টো: না, বোধ হয় ভালোবেসে। আর আমার সেই ভালোবাসার লোকজন আমার বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে। তাদেরকে সেখানে যখন দেখি, আর আমি যখন এখানে থাকি— একটু তফাৎ তো দেখি। সেই তফাৎটাই ভাবায় এবং লেখায়। দায় ঠিক নয়। লিখিয়ে নেয়, লিখতে গিয়ে শেষকালে একটা দায়িত্ব আসে— কী লিখছি। কী জন্য লেখাটা দরকার ছিল! না লিখলেও চলত— এই দায়িত্ব একটা এসে যায়। তবে সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সৌন্দর্য বা Aesthetic ব্যাপারটি নষ্ট না হয়— ঐটা নষ্ট হলে লেখার দায়-দায়িত্ব মাঠে মারা যায়। লেখা যদি Aesthetically উত্তরণ না ঘটে; এ বড় কঠিন— সেখানেই দায়টা বোধ হয় বেশি।

সম. জি: সুন্দরবনের কথা সাহিত্য বিষয়ক সংখ্যাট কেমন চোখে দেখছেন?

ঝ. চট্টো: তোমাদের ধন্যবাদ। সুন্দরবনের জনজীবনের উপরে কাজ-কর্ম যে এলিট লোকজনরা করেননি তা নয়— তোমরা যেহেতু এই 'Soil'-এর উপরে আছো— অতএব তোমাদের কাজকর্মে নোনামাটির স্বাদ-গন্ধ একটু থাকুক— সেই চেষ্টাটা চলছে— এর জন্য পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকদের শুভেচ্ছা জানাই— আরো এগুক। কারণ এই সমাজ জীবনটা ধীরে ধীরে এগোবে। পত্রিকার সংখ্যাও যেন এগোয়।

সম. জি: অগ্রজ ভালোলাগা কথা সাহিত্যিক কারা, তাদের কোন্ লেখাটা আপনাকে মুগ্ধ করেছে?

ঝ. চট্টো: তারাশঙ্করের লেখা। সমরেশ বসুর 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' আমার বেশ ভালো লেগেছিল। গোটা ভারতবর্ষ— সাম্যটা ভীষণ ভালো লেগেছিল। এমনি

মানিকবাবুর গল্প, বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস। আবার এই সময়ের দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত-এর লেখা খুঁটিয়ে পড়ি, নিজের লেখা শেখার জন্য। তবে এটাও ঠিক, অনুকরণ করতে ভালো লাগে না। অনুকরণ ঠিক নয়; এদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া। একজন লেখকের নিজস্বতা, খেলোয়াড়ের নিজস্ব কায়দা, চিত্রকরের নিজস্বতা থাকা উচিত। তবে নিজস্বতা অর্জন করা উচিত— তবে তা পেরেছি কিনা জানিনা। সমকালের সহযাত্রী বন্ধুদের লেখাও ভাল লাগে— অমর, আফসার, বাসারের কিছু লেখা, নলিনীর কিছু লেখা, ভগীরথ দা'র কিছু গল্প উপন্যাস, তপন দা'র কিছু উপন্যাস, আমার বন্ধুবর রাধানাথ মণ্ডল— তারও লেখা ভাল লাগে। আমাদের স্বপ্নময় আছেন— তার গল্প লেখার টানটা বেশ ভাল লাগে। নলিনীর লেখা আমার খুব গভীর লাগে, অমরের গল্প উপন্যাস, ওর লেখার আলাদা process আছে— এ সব ভালোলাগে। ওদের সঙ্গে আমার বিশ্বাসের আর লেখার তফাৎ আছে। এই তফাৎ থাকা চাই তাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হবে না। সবাই এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে— not that, এই তফাৎটা না থাকলে Identity তৈরি হয় না; তাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার কথা নয়।

সম. জি: এই সময়কার আরও নবীন, উদিয়মান গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের পরামর্শ দেবেন?

ঝ. চট্টো: আমি পরামর্শ দেওয়ার কেউ নয়। কিছু কিছু লেখা পড়ি যেমন— বিকাশকান্তি মিদ্যা, অরুন্ধতী, তন্বী হালদারের লেখা পড়ছি, মাপের গল্প আছে, সাত্বকীর লেখা পড়েছি— পরামর্শ দেবার কিছু নেই। লেখক কীভাবে লিখবে— তাকে হোঁচট খেয়ে, ধাক্কা খেয়ে, অপমানিত হয়ে, কষ্ট করে, অবহেলিত হয়ে লেখার পথ খুঁজতে হবে।

সম. জি: কী ধরনের কথা-কাহিনি না লিখতে পারার জন্য আপনার এখন আফসোস হয়?

ঝ. চট্টো: আমি যে দু' একখানা লিখেছি, সেইগুলো আবার নতুন করে লিখিত হতে চায় ভিন্ন দৃষ্টিতে। সেই লেখাটা repeat নয়; সেই চরিত্রগুলো আবার নতুনভাবে এসে গল্প হতে চায়, কাহিনি হতে চায়— সেটাই আফসোস দেয়।

সম. জি: ...... কি পেয়েছেন?

ঝ. চট্টো: পেয়েছি বলতে যদি বই ছাপা বা পুরস্কার বল তোমরা, তাহলে কতগুলো বিস্ময় তৈরি— যাদের নিয়ে লিখেছি— মানুষ ও ভৌগোলিকতা মিলিয়ে যে উত্থান-পতন— সেগুলি যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে— সেটাই আমার

ক্ষেত্রে বড় প্রাপ্তি। যে মানুষগুলো নিয়ে লেখালেখি হয়েছে, তারা অনেকে নিরক্ষর, তারা না পারুক— তার পরিবারের ছেলেরা অক্ষর পরিচয় হোক— তারা লেখাপড়া শিখে অন্তত এগুলি পড়বে— এই একটা প্রত্যাশা আছে। আর একটি দিক— দু'একটা পুরস্কার যা পাওয়া গেছে— তা এদের নিয়ে কাজ করতে করতে পাওয়া তো— অতএব পুরস্কার আমি পাইনি, ওরাই আমাকে পাইয়ে দিয়েছে।

সম. জি: কোন কোন পুরস্কার, কোন কোন সালে, কারা দিয়েছে?

ঝ. চট্টো: প্রথম 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর পুরস্কার (১৯৯৬)। স্বজনভূমি লিখতে যাদের সাহায্য পেয়েছি— সেই ইতিহাসের খাদ্য আন্দোলনের ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনের সেই অহল্যার ছেলে রতিকান্ত, আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছে। সে রতিকান্ত আর নেই। তার ছেলে ভাগ্যধর আমার বাড়িতে থেকে স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়েছে। আমি প্রার্থনা করতাম সে অন্তত একটা স্কুলে চাকরী পাক। সে Interview পর্যন্ত দিয়েছে কিন্তু চাকরী পায়নি। পরে সে 'পার্শ্বশিক্ষক' হয়েছে। কথা পুরস্কার২০০৩/৪ সর্বভারতীয় পুরস্কার দিল্লি থেকে পাওয়া। সোপান পুরস্কার ১৯৯৭-৯৮। সারাভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লেখা গল্প ওরা বাছাই করে। আমার একটি গল্প 'Old Block, new block'-এর জন্য কথা পুরস্কারটা পেয়েছিলাম ২০০৩/০৪-এ। ইংরেজিতে 'Their are only one' বলে গল্পটার নাম হয়। রামমোহন লাইব্রেরী থেকে পুরস্কার দিয়েছিল— 'নুন' এর উপরে গল্পটা— যে লবণ ডান্ডি অভিযান হয়েছিল যে এলাকায়, সেই জায়গাটা চলে যাচ্ছে— সেটা আমাদের লীলা গন্ডারেভের লবণ আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ করে গল্পটি লেখা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৭ সালে 'সহিস' উপন্যাসটার জন্য বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার দিয়েছি। উপন্যাসটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘোড়দৌড়-এর উপরে লেখা। দিশি ঘোড়দৌড়ে সবচেয়ে বাচ্চা ছেলেকে সহিস করা হয়। তারজন্য মাইনে আছে, অত্যন্ত রিস্কি জীবন, ভাঙড়ের দিকে বেশি হয়। সেই পরিবার— যারা এই জীবিকায় বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেয়— সেই সব পরিবার নিয়ে উপন্যাস 'সহিস'।

সম. জি: আপনার জীবনে পুরস্কারের গুরুত্ব বা লেখার ক্ষেত্রে কতখানি উৎসাহিত করে পুরস্কার?

ঝ. চট্টো: আগে যখন প্রথম ডায়মন্ডহারবার থেকে কলকাতায় পত্রপত্রিকায় লেখা জমা দিতে যেতাম, তখন কেউ চেনে না, জানে না, ছাপা হচ্ছে কি হচ্ছে না—

দু'একটা পত্রিকায় ছাপত। সেই সময় 'প্রতিশ্রুতি' বলে একটা পত্রিকা ছিল— ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের— সেইখানে গল্প লিখি। সেখানে বিভূতিভূষণ পুরস্কার দেয় ২৫ টাকা। পুরস্কার পাওয়াতেই একটু গুরুত্ব পেয়েছিলাম যে, এ লেখে, কী লেখে। এর চেয়ে ভাল অফিসে থাকুক, অফিসের কায়দা কানুন শিখে নিক।

সম. জি: তেভাগা আন্দোলন নিয়ে আপনি লিখেছেন— ব্যক্তিগত জীবনে এই রকম গণ আন্দোলন আপনাকে কতখানি নাড়া দেয়? আপনি কি সমসাময়িক গণ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পান?

ঝ. চট্টো: ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলন— দেখ, আমি অতিসাধারণ নিম্নবৃত্তীয় গরীব বাড়ির ছেলে, আমি যেখানে বসবাস করেছি, জীবনযাপন করেছি, বড়লোক বাড়ির দুর্ব্যবহার পেয়েছি, তার থেকে পরিত্রাণের পথ কি আমি জানতাম না। আমার মনে হত, বোধ হয় বামপন্থী আন্দোলন এই দুর্ব্যবহার থেকে পরিত্রাণ দেবে। তখন তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন পড়তে গিয়ে, শুনতে গিয়ে নিজের আর্থিক দৈন্য বা সামাজিক দীনতা— পরিত্রাণের পথ হিসাবে মনে হয়েছিল আন্দোলনের পথ। অতএব সেই গণ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা আমার ছিল, আজও আছে। পরিত্রাণের যদি পথ থাকে— আর সেই স্রোতটা যদি না থাকত, কেন আমি সেই আন্দোলনকারীদের কাছে প্রত্যন্ত পান্তা ভাত, ফ্যানভাত বা পুঁইশাকের পাতা দিয়ে ভাত খেয়ে আমি কাটাব? প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠীর পরিত্রাণের পথ হিসাবে আন্দোলন থাকে। অতএব সেই গণআন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা এখনও আছে।

সম. জি: সমসাময়িক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য?

ঝ. চট্টো: সমসাময়িক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতার কথা অস্বীকার করা ঠিক হবে না। তবে খুব দ্বিধাগ্রস্ত। সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বা অভিমুখ খুঁজতে গেলে বোধ হয় আরও চর্চা করতে হবে— আসল সত্যে পৌঁছাতে গেলে। কারণ, অন্তর দিয়ে যে রাজনীতির লোকজনকে মনে করেছিলাম, এখনও যারা রাজনীতি করছেন, যে অন্তর বা চেতনা দিয়ে করছেন না, তা নয়। আরও ভাবতে হবে।

সম. জি: সমসাময়িক আন্দোলন নিয়ে লেখার ভাবনা আছে?

ঝ. চট্টো: এক্ষুনি সেই অর্থে নেই। কারণ এখন আমি দ্বিধাগ্রস্ত। কোনটা ঠিক— এখন পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছে আমার কাছে।

সম. জি: আয়লা বিধ্বস্ত মানচিত্রের মানুষজনের কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কোন

কিছু কাজ করতে চান?

ঝ. চট্টো: অনেক সময় মনে হয়, এই সব লিখেটিখে কি কাজ হয়? তার থেকে বরং একটা এলাকায় ১০ জন ২০ জন ছেলেকে জীবিকার উপযোগী করে তুললে মন্দ হয় না। বোধ হয় সেটাই আসল meterial কাজ এবং spiritual কাজ। এখন এই রকম মনে হয় মাঝে মাঝে। বই লিখে কজন পড়বে, সেই পড়ার সময় নেই— তার জীবনের ক্ষেত্রে কতটা উপকার হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ১০/২০ জনকে নিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখানো বা তাদের গোছগাছ করে দেওয়া—

সম. জি: অর্পিতা ঘোষ একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— 'Power corrupts human being, absolute power corrupts absolutely' — আপনার 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই— পুত্র পিতার তেভাগা ভাগকে ব্যঙ্গ করছে। তখন আপনার সেখানে মন্তব্য ছিল 'পুত্রের মধ্যে পিতা দেখে উচ্ছেদের শক্তি'। সাহিত্যের অপক্ষপাত দৃষ্টিতে হয়ত আমাদের খারাপ লাগতেই পারে কিন্তু এই বাস্তবটাকে অস্বীকার করার কোন জায়গা আছে কি?

ঝ. চট্টো: অস্বীকার করব কি করে, খানিকটা তো স্বীকার করতেই হয়। তা না হলে ছেলেটার বাবা বামপন্থী আন্দোলন করত— সে তিনশো টাকা পেত। অথচ সেই ছেলেটা দেখছে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে তারা ৮০০ টাকা পাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাসের জায়গায়, বামপন্থী আন্দোলনের সেই বৃদ্ধ বলছে যে, 'তুই আমার ছেলে নাকি, তুই জোতদার?'— তার মানে, তার বিশ্বাস, সমাজের সকলের পক্ষে উপকার হবে— বামপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে— এই বিশ্বাসের স্বীকারের মধ্যে সে আছে (তার বাবা) সেই খান থেকে যদি তার ছেলে উচ্ছেদ করে, আমারও সমর্থন নেই, সেখান থেকে তার ছেলে উচ্ছেদ করুক। কারণ সে যদি বেশি মানুষের মঙ্গলময় পথ থাকে, তবে সেটাই হোক।

সম. জি: 'ফুলের মানুষ' উপন্যাসে লেখার জন্য আপনি যেখানে গিয়েছিলেন, তার অন্তর্বয়নের দু'একটা কথা...

ঝ. চট্টো: 'ফুলের মানুষ' উপন্যাসের আমার বিচিত্র ব্যাপার— হাজারটা ফুল তুললে— ১ টাকা, ৫ হাজারটা জবাফুল তুললে— ৫ টাকা। বউরা, মেয়েরা বাড়ির কাজ সেরে টুকটুক করে জবাফুলো বোঁটা কাটে— কুঁড়িয়ে যাওয়া ফুলের। সেখানে একজন ভদ্রলোককে দেখেছিলাম সে মনমোহন সিং-এর অফিসে চাকরী করেছেন। তার কাছে মনমোহন সিং-এর গল্প শুনতাম। আর দেখতাম,

বাগানগুলো প্রচুর মুসলিমদের বাগান, ধান চাষ করলে লেবারদের বেশি দিতে হয়, সে লেবার আন্দোলনকে এড়াবার জন্য সেই জায়গায় মাটি ফেলে ফুল চাষ করে। তাহলে কোন লেবারের বা আন্দোলনের ঝামেলা আর থাকে না। রোজগারও হয়। কিন্তু সেই ফুলগুলো হিন্দুবাড়িতে মেয়েরাও তুলছে, মুসলিম বাড়ির ছেলে মেয়েরাও তুলছে। কিন্তু যখন কালী ঘাটের কালীমন্দিরে যাচ্ছে কোনটা হিন্দুর তোলা বা কোনটা মুসলমানের তোলা সে বিভেদটা কে করবে— সবই তো কালীঠাকুরের গলায় পড়ছে। আবার, একরাতে দেখলাম যে ফুলগুলো তুলে এনে পরিপূর্ণ কুঁড়ি অবস্থায় ঝুড়িতে রেখেছে। কুঁড়ি শুদ্দু ওরা মালা গেঁথেছে, কেননা ফুটন্ত রাখলে ঝরে যাবে, বিক্রি হবে না। কিন্তু রাত বারটা সাড়ে বারটার সময় দেখছি, ওদিকে বাগানে ফুল ফুটে উঠেছে, এদিকে কুঁড়ির সেই মালাগুলো ফুটে উঠেছে— তা দেখার মতো। তারা উঠানে রেখেছে, ওটা ভোরবেলায় চলে যাবে।

সম. জি: কোন আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছা আছে?

ঝ. চট্টো: আত্মজীবনী লিখব বলে লেখার ইচ্ছা নয়— তবে 'পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ', আমার ছোটবেলাটা আছে, ডায়মন্ডহারবার থানাটা আছে, থানার কাছে Prostitution এলাকা আছে— রামতিয়ারী বলে এক Pross আছে। তাকে আমরা 'মাসী', 'মাসী' বলতাম। সুন্দরী মহিলা ছিল। সে মদ খেয়ে থানার চারদিকে উৎপাত করত। তার অনেক অতীত আছে। আমরাও যেহেতু ওর সামনেটা থাকতাম— আমাদের ছোটবেলা— সেইগুলো এসেছে ডায়মণ্ড গ্রন্থে।

সম. জি: শচীন দাশ মহাশয় সরাসরি আপনাকে দক্ষিণবঙ্গের অর্থাৎ সুন্দরবনের কথাকার বলেছেন— আমরা দেখতে পাই সুন্দরবনকে নিয়ে আপনার লেখা— ' নোনা', 'জাহাজঘাটা'। আবার একটু বেরুলে দেখতে পাব— 'সংগ্রাম', বা 'কনট্রাডিকশন', 'Old block new block' -এর মতো অন্যধররের গল্প আছে। আপনি ছাপ মারা সুন্দরবনের লেখক হিসাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন?

ঝ. চট্টো: ভাবলেই বা। যদি দুটো একটা লেখা সুন্দরবন Branded হয়, হোক না। কারণ সব লেখাতো Brand পায় না। আমি উড়িষ্যা, বিহার নিয়ে লিখলে বিহারের আসল ব্যাপারটা, গন্ধ কি আসবে? একটা ভালো লেখা লিখতে সারা জীবন লাগে। যদি Branded হয় হোক, আমার এতে Sectarion হওয়ার কিছু নেই। কারণ, একটা মানুষ যদি একজনের কাছে আজীবন প্রিয় হতে পারে,

সবার কাছে তো হয়ে ওঠা যায় না— তো তাতে আপত্তি কিসের?

সম. জি: 'সহিস', না 'স্বজনভূমি'— কোনটা আপনার কাছে প্রিয় বা এর বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে?

ঋ. চট্টো: ওগুলো বলা যায় না। যখন যেটা লেখা হয়, তখন মনে হয় সেটাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পরে আবার এটা মনে হয়, ওটা ভাল নয়; পরেরটা মন্দ হয়নি— এই আর কি?

সম. জি: আপনি দেখছেন সুন্দরবনের সামাজিক পটপরিবর্তন হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। কম্পিউটার, নেট চ্যাটিং, আধুনিক প্রযুক্তি আপনার সাহিত্যে কীভাবে এসেছে? যেখানে পানীয় জল যায় নি; সেখানে মোবাইল চলে এসেছে— এগুলো আপনার সাহিত্যে কী উপজীব্য হয়ে এসেছে?

ঋ. চট্টো: আমার গল্প উপন্যাসে বেশ কিছু জায়গায় 'সোলার লাইট'-এর কথা এসেছে। মোবাইল এসেছে। ওখানকার ছাত্ররা কম্পিউটার শেখার জন্য দ্বীপে যেখানে একটু শহর মত জায়গায় — সেখানেও ছোটাছুটি করছে। সে ব্যাপারে সতর্ক, সচেতন। অতিসম্প্রতি, বাঁশের খুঁটিতে মাইক লাগিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে— STD বুথ থেকে তোমার ছেলে মুম্বাই থেকে ফোন করেছে, আধঘণ্টা পরে আবার করবে, তুমি চলে এসো— এই ঘোষণার জন্য ২ টাকা করে পেত। এখন তারা সংকটে— মোবাইল আসার পরে বুথের ব্যবসা কমে যাচ্ছে— এই সংকট নিয়ে কয়েকমাস আগে 'সকালবেলা'য় একটি গল্প বের হয় 'টাওয়ার ডগায় মেঘ'। এগুলো গল্প উপন্যাসে আসতে বাধ্য। 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে এগুলো এসেছে। মাঝিরা মোবাইলে খবর দিচ্ছে। এগুলো বেশি করে আনতে পারলে আধুনিকতা Not that: পরিস্থিতির প্রয়োজনে সেগুলো আসা উচিত।

সম. জি: সুন্দরবনে মোবাইলের ব্যবহার বৃদ্ধিতে নারী পাচার বা প্রেম সংক্রান্ত যোগাযোগ—ইত্যাকার প্রসঙ্গ— আপনার লেখায় কীভাবে এনেছেন?

ঋ. চট্টো: Prior to mobile সুন্দরবনে নারী পাচার ছিল। তাতে মোবাইল কিছুটা সুবিধা এনেছে। পাচার তো সামাজিক ব্যাধি। মোবাইল তা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই অর্থে, পাচার অর্থে সেইভাবে লিখিনি। পাচারের থেকেও আরও ভেতরের সমস্যা আছে— পাচার তো শহরে থেকেও হয়। শুধু সুন্দরবন পাচার বলে সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য সেই অর্থে নয়, দারিদ্র আছে, অল্পেতেই মেয়ে পাওয়া যায়, ভুল বুঝিয়ে। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রামেও মেয়ে পাচার হয়। সেটা তো অন্য ব্যাপার। তো নারী পাচার, মোবাইল পূর্বেও হয়েছে।

সম. জি: সুন্দরবন এলাকায় যে নদী বাঁধ ভাঙন— বড় সমস্যা। সেখানে আয়লার মতো দুর্ঘটনা ঘটল, সেখানে জমি পাওয়া যাচ্ছে না, চাষিরা নিজের সুবিধার্থে নদী বাঁধ কেটে দিচ্ছে— মাছ চাষের জন্য, ফলে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছে। তো তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আপনার কোন লেখা আছে কি?

ঝ. চট্টো: 'বিট সাহেব', বলে গত বছর বেরিয়েছে (২০১০)— 'নন্দন'-এ। বন কেটে জ্বালানী করছে— বনভূমি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

সম. জি: চোরাচালানকারীদের নিয়ে আপনার কোন গল্প...

ঝ. চট্টো: চোরাচালান যেমন একটা বাস্তবতা আবার তেমনি না পাওয়ার যন্ত্রণাও একটি বাস্তবতা। সাহিত্য আকাডেমির সংকলনে— পুরানো জোতদারদের পূর্বের কথা আছে, আমার নিজস্ব বেদনারও প্রকাশ সেখানে আছে। যারা নিয়মতি আমার বাড়িতে আসতো, যাদের জন্য একটা চেয়ার ফাঁকার থাকত, তারা পঞ্চায়েতের পরিবর্তনের পর আর আসে না— সেটাও একরকম কষ্ট। আমার বাড়ির উঠান দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যত্র— সেই সব কষ্ট তো লেখাতে উঠে আসবে। তাই লেখাতে চোরাচালানকারী যেমন আছে, তেমনি আছে, না পাওয়ার যন্ত্রণা, হারানো বেদনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম. জি: দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ধরা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ঝ. চট্টো: আপনাদের ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।